স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার ?

প্রদীপ সাহা

(পেশায় ডাক্তার এই লেখক বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে ছবি তুলে ধরেছেন, তার ফলিত রূপের সংগে আমরা সবাই হাড়েহাড়ে পরিচিত। কী ভাবে এর অবসান হবে লেখক তার পথনির্দেশক হবার চেষ্টাও করতে যান নি। শুধু তুলে ধরেছেন সামগ্রিক অবক্ষয় আর অনৈতিকতার এক আলেখ্য। দেখাতে চেষ্টা করেছেন এই অব্যবস্থার মূল কারণ গুলো। এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রয়াসে এই আলোচনাটি হয়ত কিছু কাজে আসবে, এই আমাদের ধারণা। সঃ মঃ)

কিছুদিন আগের ঘটনা। আমার এক ডাক্তার বন্ধু কাজের সুবাদে কলকাতার বাইরে গেছে। রাতে হঠাৎ তার মায়ের পেটে যন্ত্রণা। বন্ধুর বাড়ির জামাইও ডাক্তার - সে শ্বাশুরিকে ভর্তি করল তার এক সার্জেন বন্ধুর তত্ত্বাবধানে, নার্সিং হোমে। সি টি স্ক্যান ও অন্যান্য পরীক্ষা করে সঠিক কিছু রোগ নির্ণয় হল না। আমার সেই ডাক্তার বন্ধু এসে সোনোগ্রাফি করে বুঝলো পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে। চিকিৎসার হাল বুঝে দুদিনের জন্য নার্সিং হোমে ষোল হাজার টাকা গুণে দিয়ে, মাকে ওখানে আর না রেখে বাড়ি নিয়ে এল। এত তো হল ডাক্তারের অবস্থা। বেশ কিছু বছর আগে, ,তখন আমি সরকারি হাসপাতালে কাজ করি। আমাদের পরিচিত এক মিস্তিরি ভর্তি হয়েছে। রক্ত বমি, কালো পায়খানার উপসর্গ নিয়ে। সকালে তার বাড়ির লোকেরা আমাকে খবর দেওয়ায় তাকে দেখতে গেলাম, গিয়ে দেখি সে মরে শক্ত হয়ে গেছে। আর একশ রোগির ওষুধ গোছাতে ব্যস্ত দুজন নার্স তার খবরই জানে না। এই হল আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

একদিকে আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, অন্যদিকে স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসায়ের রমরমা। অসুস্থ হলে তাহলে কোথায় যাবেন ? ডাক্তারির ছাত্রাবস্থায় জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে কাজ করার সময় ভেবেছিলাম, দাবি করেছিলাম এবং আন্দোলন করে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলাম যে - স্বাস্থ্য আমার অধিকার। আজ বিশ্বায়নের যুগে স্বাস্থ্য অন্য সবকিছুর মতই পণ্য হয়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গজিয়ে উঠেছে ওষুধের দোকান। মেডিকেল কলেজ গুলোর বাইরে যেন ওষুধের দোকানের হাট বসে গেছে। এ যেন চিকিৎসা নয়, নানান রঙের মোড়কে পণ্য বিক্রির মহোৎসব। শপিং মল - এর ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আমাদের কৈশোর-প্রথম যৌবনের স্বপ্ন। স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার না হয়ে আজ হয়ে গেছে ব্যবসার হাতিয়ার - দারুণ লাভদায়ক এক পণ্য। তাই একদিকে গড়ে উঠতে দেখা যায় নতুন নতুন ডায়গনস্টিক সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবনতি হতে থাকে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার।

।। দুই ।।

কেন এমন বেহাল দশা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার? বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় এর প্রধান কারণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারেই সরকারের সবচেয়ে বেশি অনীহা। কেন ? কারণ এগুলো সরকারকে কোন আয় যোগায় না। সরকার তার এই গাফিলতি সর্বদা কুখ্যাত নাৎসি গোয়েবলস - এর কায়দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, কখনও ডাক্তার, কখনও নার্স, কখনও বা স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের দোষী সব্যাস্ত করে।

এ সবের ওপর এখন নতুন এক প্রকল্প চালু হয়েছে - প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ, তাতে নিজের দায় এড়ান যাচ্ছে, আবার সরকারি জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে অবাধ ব্যবসার সুযোগ। এর ফলে পরিষেবার উন্নতি তো হচ্ছেই না, বরং মার খাচ্ছে মেডিকেল শিক্ষা। তার উপর কোনো পরিকাঠামো ছাড়াই সরকার গড়ে তুলছে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ। নিয়মাফিক পরিকাঠামোহীন চলতি কলেজগুলোর স্বীকৃতি রাখতেই কত ছলছুতোর আশ্রয় নিতে হয়, যখন মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যরা পরিদর্শনে আসে। পরিদর্শনের সময় সরকারি বাসস্থানকে হোস্টেল বানান, শিক্ষকদের সাময়িক ভাবে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা - এ রকম তাপ্পি দিয়েই চলছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

।। তিন ।।

বেশি পরিসংখ্যান দেবার দরকার নেই, মাত্র দু-একটি তথ্যই বুঝিয়ে দেবে কী ভয়ানক অবস্থায় আছে ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা। ন্যশনাল ফামিলি সার্ভে - এর ২০০৫-০৬ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতের মহিলাদের মৃত্যুর হার কম্বোডিয়া, বলিভিয়া বা বোৎসোয়নার থেকেও বেশি - প্রতি ১ লক্ষ ভারতীয় মহিলার মধ্যে ৪৫৩ জনের মৃত্যু হয়। সারা বিশ্বের ২০ শতাংশ মহিলার মৃত্যু হয় ভারতে, প্রতি ৫ মিনিটে একজন মহিলার মৃত্যু হয় এ দেশে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূল্যায়নের আর একটা মাপকাঠি হল শিশু মৃত্যুর হার। সারা বিশ্বের ৫ বছরের নীচে শিশুর ২০ শতাংশ মৃত্যু ভারতে হয়। কলকাতার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ঘন ঘন শিশু মৃত্যুর ঘটনা তো প্রায়ই খবরের শিরোনামে চলে আসে।

এ হেন পরিস্থিতিতেও সরকার কী রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট। ভারত সরকার ডি জি পি - র মাত্র এক শতাংশ খরচা করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পেছনে। এ ভাবে কী সুস্থ স্বাস্থ্যবান প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব?

তাহলে আমরা কোথায় চলেছি? বিশ্বায়ন আর পুঁজিবাদি ব্যবস্থার রাজা আমেরিকাই আমাদের লক্ষ্য। বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প গুলি আমাদের সে দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই স্বাস্থ্য অধিকার থেকে পণ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। যার যত ক্রয় ক্ষমতা এ ব্যবস্থায় সে তত সুযোগ পাবে। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ (২০.৭ শতাংশ) - যারা দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে আর যারা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তারা হয় অপর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা পায় অথবা কোনো চিকিৎসাই পায় না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণের ফলে আরও কম লোক চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারবে।

আমাদের আদর্শ দেশ আমেরিকায় অবস্থাটা কি দেখা যাক। সেখানে স্বাস্থ্য বীমার পর চালু হয়েছে **Consumer Driven Health Care (CDHC),** যার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের মত আপনি আপনার যতটা বরাদ্দ ততটাই স্বাস্থ্য সেবা আপনার পছন্দ মত গ্রহণ করতে পারেন। এই পরিষেবার মূল্য পরে পরিশোধ করে দিতে হবে। সুতরাং **Haves and Have nots** দের মধ্যে তফাৎ বেড়েই চলেছে। এর ফলে সে দেশে বীমাকারিদের মাত্র ২ শতাংশ এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। তাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা কি চাই। চাকচিক্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে, নাকি সবার জন্য সমান সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, যা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান সমাজ গড়ে তুলবে।

।। চার ।।

আমাদের চিকিৎসকদের কী অবস্থান? এ সমাজ ব্যবস্থায় শুধু ব্যক্তিগত লাভ দেখতে গিয়ে মানুষ নিয়ে ব্যবসায় মেতেছি। ভুলে গেছি সব মানবিকতা। এ চক্র ভাঙ্গা দরকার। তা না হলে আমার এক রোগির বলা গল্পটাই সার্থক হয়ে যাবে। গল্পটা শুনিয়ে লেখাটা শেষ করি - এক দিন ওই ভদ্রলোকের ভৃত্য এসে বলল, বাবু এক ভদ্রলোক এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। তখন তিনি বেরিয়ে এসে আগন্তুককে দেখে বল্লেন - কি যে বলিস, ভদ্রলোক কোথায়, এ তো ডাক্তারবাবু!